টাঙ্গাইলে মাছ ব্যবসায়ীর কাছে চাঁদা দাবির ঘটনায় বিএনপির ৩ নেতাসহ গ্রেফতার ৫

সংগৃহীত ছবি

টাঙ্গাইলের সন্তোষ এলাকায় এক মাছ ব্যবসায়ীর কাছে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবির ঘটনায় বিএনপির তিন নেতাসহ পাঁচজনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। 'কিলার গ্যাং' নামের প্যাডে পাঠানো হুমকিমূলক চিঠিতে ব্যবসায়ী ও তার পরিবারকে খুন করার হুমকি দেওয়া হয়েছিল বলে জানিয়েছে পুলিশ।

টাঙ্গাইলের পুলিশ সুপার মো. মিজানুর রহমান জানান, বৃহস্পতিবার রাতে সদর উপজেলার পৌর এলাকার সন্তোষে মাছ ব্যবসায়ী মো. আজাহারুল ইসলামের কাছে পাঁচ লাখ টাকা চাঁদা দাবি করে একটি চিঠি পাঠানো হয়। চিঠিটিতে তাকে নির্ধারিত সময় ও স্থানে টাকা পৌঁছে দিতে বলা হয়।

চিঠিতে লেখা ছিল— "চিঠি পাওয়ার পর যদি বিষয়টি কারও সঙ্গে শেয়ার করিস বা আইনি পদক্ষেপ নেয়ার চেষ্টা করিস, তাহলে তোকে কবর দেয়ার জন্য তোর পরিবার লাশ খুঁজে পাবে না। মনে রাখিস, প্রশাসন সব সময় তোর পাশে থাকবে না।"

আরও বলা হয়— "দীর্ঘদিন ধরে মাছ ব্যবসা করছিস। ৫ লাখ টাকা তোর কাছে কিছুই না। ৩ আগস্ট সন্ধ্যা ৭টার সময় একটি শপিং ব্যাগে করে কাগমারী এলাকায় মাহমুদুল হাসানের বাসার সামনে গাছের নিচে রেখে যাবি। গাছে ফরহাদের ছবি লাগানো থাকবে।"

চিঠিটি সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়লে ব্যাপক সমালোচনার সৃষ্টি হয়।ঘটনার পরপরই পুলিশ তদন্তে নামে। প্রযুক্তির সহায়তায় মামুন নামের এক ব্যক্তিকে গ্রেফতার করা হয়, যার কাছ থেকে উদ্ধার করা ল্যাপটপে চাঁদা দাবির সেই চিঠির ফাইলসহ গুরুত্বপূর্ণ আলামত পাওয়া যায়। পরে তার দেওয়া তথ্যের ভিত্তিতে শহর বিএনপির ৮ নম্বর ওয়ার্ডের সভাপতি গোলাম রাব্বানী, সাধারণ সম্পাদক শাহ আলম মিয়া, ৭ নম্বর ওয়ার্ডের সাধারণ সম্পাদক জুবায়ের হোসেন এবং সাব্বির মিয়াকে গ্রেফতার করা হয়।

পুলিশ সুপার বলেন, গ্রেফতারকৃতরা সংগঠিতভাবে এই চাঁদাবাজির ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিল। এ ঘটনায় শুক্রবার মামলা দায়ের করা হয়েছে এবং তদন্ত সাপেক্ষে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

এ বিষয়ে জেলা বিএনপির সাধারণ সম্পাদক অ্যাডভোকেট ফরহাদ ইকবাল বলেন, "আমরা মনে করি, তারা ষড়যন্ত্রের শিকার হতে পারে। তবে দলীয় পর্যায়ে আমরা বিষয়টি তদন্ত করছি। যদি তারা দোষী সাব্যস্ত হয়, তাহলে দলীয়ভাবে তাদের বিরুদ্ধে সাংগঠনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।"